২০১৮ সনের [-] নং আইন

সরকারি তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং উক্তরূপ কার্যক্রমে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তির প্রতি সম-আচরণ ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করিবার জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইনসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ(regulate) এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি অথরিটি গঠন করিবার জন্য প্রণীত আইন।

যেহেতু, একটি স্বতন্ত্র অথরিটির মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের বিধান করা প্রয়োজন এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অধীনে স্থাপিত Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর সকল ক্ষমতা, কার্যাবলি, দায়িত্ব ও সম্পদ উক্ত অথরিটিকে ন্যস্ত করা ও অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা সমীচিন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**। -(১) এই আইন বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা ঃ-** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে ব্যবহৃত শব্দসমূহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এ সংজ্ঞায়িত অর্থ বহন করিবে; অধিকন্তু, নিম্নবর্ণিত শব্দসমূহ নিম্নরূপ অর্থ বহন করিবে:

(১) "অযোগ্য ব্যক্তি" অর্থ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন,২০০৬ এর ধারা ৬৪(৫) বা ধারা ৬৪(৬) এর অধীনে কোন ক্রয়কারি কর্তৃক সরকারি ক্রয় হইতে অযোগ্য ঘোষিত কোন ব্যক্তি;

(২) "নির্বাহী চেয়ারম্যান" অর্থ বিপিপিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান;

(৩) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের ধারা ২০ এর অধীন প্রণীত কোন প্রবিধান;

(৪) "বিধি" অর্থ এই আইনের ধারা ১৯ এর অধীন প্রণীত কোন বিধি;

(৫) "পরিচালনা পরিষদ" অর্থ এই আইনের ধারা ৭ অনুযায়ী গঠিত বিপিপিএ-এর পরিচালনা পরিষদ;

(৬) "সদস্য" অর্থ বিপিপিএ-এর পরিচালনা পরিষদ এর সদস্য;

(৭) "সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইনসমূহ (Procurement Laws)" অর্থে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এবং উক্ত আইন ও বিধিমালার অধীন জারিকৃত সকল বিধি, বিধান, আদর্শ দরপত্র দলিল, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, আদেশ ও নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(৮) "সিপিটিইউ" অর্থ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬৭ এর অধীন গঠিত সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট.

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুকনা কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি

৪। **বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি প্রতিষ্ঠা**। -

(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, বাংলাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অথরিটি নামে একটি অথরিটি প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা সংক্ষেপে বিপিপিএ নামে অভিহিত হইবে।

(২) বিপিপিএ একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিপিপিএ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন হইবে।

৫। **বিপিপিএ-এর কার্যালয়**।-(১) বিপিপিএ-এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) বিপিপিএ, উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে বা বিদেশে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। **পরিচালনা পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি**।- বিপিপিএ-এর সার্বিক পরিচালনা ও প্রশাসন উহার পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং বিপিপিএ-এর সকল ক্ষমতা ও কার্যাবলি উক্ত পরিচালনা পরিষদ প্রয়োগ ও সম্পাদন করিতে পারিবে।

৭। **পরিচালনা পরিষদ** ।- (১) বিপিপিএ-এর একটি পরিচালনা পরিষদ থাকিবে এবং উহা সরকার কর্তৃক নিম্নরূপভাবে গঠিত হইবে। যথাঃ-

(ক) মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় - চেয়ারম্যান

(খ) সচিব, বস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় - ভাইস চেয়ারম্যান

(গ) প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয় - সদস্য

(ঘ) প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় - সদস্য

(ঙ) প্রতিনিধি, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় - সদস্য

(চ) প্রতিনিধি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় - সদস্য

(ছ) প্রতিনিধি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় - সদস্য

(জ) মনোনয়ন প্রদানকালে বিগত অর্থ বছরে উন্নয়ন খাতে প্রাপ্ত সর্বাধিক মোট বরাদ্দ, সরকারি ক্রয় অফিসের সংখ্যা এবং বৃহৎ/জটিল/ব্যাতিক্রমী ক্রয় সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নিয়া আরও ৪ (চার) টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধি - সদস্য

(ঝ) মনোনয়ন প্রদানকালে বিগত অর্থ বছরে উন্নয়ন খাতে প্রাপ্ত সর্বাধিক মোট বরাদ্দ, সরকারি ক্রয় অফিসের সংখ্যা এবং বৃহৎ/জটিল/ব্যাতিক্রমী ক্রয় সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় নিয়া ২ (দুই) টি বৃহৎ ক্রয়কারি কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) - সদস্য

(ঞ) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিপিপিএ, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় - সদস্য সচিব

(২) বিপিপিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান উপরিল্লিখিত ক্রমিক নং (গ) হইতে (ছ) এর প্রতিনিধিগণের বিষয়ে স্ব স্ব মন্ত্রনালয়/বিভাগের নিকট হইতে এবং ক্রমিক নং (জ) ও (ঝ) এর প্রতিনিধিগণের বিষয়ে নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে ২ (দুই) বছর অন্তর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা নির্বাচন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে মনোনয়ন চাহিবে এবং প্রাপ্ত মনোনয়নের ভিত্তিতে পরিচালনা পরিষদ গঠন/পুনর্গঠনের জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল প্রতিনিধি সরকারের অতিরিক্ত সচিব অথবা যুগ্ম সচিব অথবা সমপদমর্যাদার হইবেন।

(৩) উপরিল্লিখিত প্রতিনিধিগণ ছাড়াও নিম্নরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন বেসরকারি খাতের ২ (দুই) জন প্রতিনিধি পরিচালনা পরিষদ এর সদস্য হিসাবে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হইবেন ঃ

(ক) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কর্মকান্ডের সহিত কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর সরাসরি যুক্ত ছিলেন; বা

(খ) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে হালনাগাদ জ্ঞানসম্পন্ন হিসাবে সুনাম আছে; বা

(গ) ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে দেশ বা বিদেশ হইতে উচ্চতর ডিগ্রীধারী।

(৪) সরকার প্রয়োজন মনে করিলে যে কোন সময় পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করিতে অথবা ইহার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবে।

৮। **পরিচালনা পরিষদ এর সভা, ইত্যাদি।** -

১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, পরিচালনা পরিষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২) পরিচালনা পরিষদ এর সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে এবং বৎসরে অন্ততঃ ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে; তবে বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় নথিতে অনুমোদন সাপেক্ষে যে কোন সময়ে সভা আহবান করা যাইবে।

৩) পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান, এবং ভাইস চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে এতদুদ্দেশ্যে নির্বাচিত, পরিচালনা পরিষদ এর যে কোন সদস্য, উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

৪) পরিচালনা পরিষদ এর কোন কার্য বা কার্যধারা কেবল উক্ত পরিচালনা পরিষদ এর কোন সদস্যপদের শূন্যতা বা পরিচালনা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **বিপিপিএ-এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি**।- (১) বিপিপিএ বাংলাদেশে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ (Regulate) করিবে এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬৭ তে এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালাতে বিধৃত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে; এবং উক্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি ক্ষুন্ন না করিয়া উহার অধিকতর ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ হইবে;

যথা ঃ-

(ক) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইনসমূহ প্রতিপালন নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ, সমন্বয়, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান;

(খ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব;

(গ) Bangladesh e-Government Procurement (e-GP) Gudelines এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব;

(ঘ) e-GP সিস্টেম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করা এবং e-GP সংক্রান্ত তথ্য, উপাত্ত ও ডাটাবেজ (তথ্য ভান্ডার) সংরক্ষণ ও ব্যবহার;

(ঙ) দরপত্র ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য দলিলাদির নমুনা প্রস্তুতকরণ, অনুমোদন ও বিতরণ;

(চ) সমন্বিত নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যহার (Rate Schedule) প্রস্তুত ও জারি

(ছ) ক্রয় সংক্রান্ত আইনসমূহ ও দলিলাদির ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গাইডলাইন ও নির্দেশনাবলী প্রদান;

(জ) এই আইন বা পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইনসমূহের অধীনে প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন, নিবন্ধন, সনদ প্রদান, সার্টিফিকেশন, দরপত্রসহ অন্যান্য দলিলাদি সরবরাহ এবং অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য ফি, সার্ভিস চার্জ বা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ ও আদায়;

(ঝ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ক্রয়কারি অথবা দরপত্রদাতার অনুরোধক্রমে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদান;

(ঞ) স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অথবা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অথবা ক্রয়কারির কোন পদক্ষেপের ব্যাপারে মতামত প্রদান, যদি বিপিপিএ এই মর্মে নিশ্চিত হয় যে, উক্ত প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইনসমূহের পরিপন্থি;

(ট) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় সহায়তাকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(ঠ) সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সরকারকে প্রদান, যাহাতে উক্ত প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত সুপারিশ সম্বলিত থাকিবে;

(ড) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি সম্বলিত ওয়েবসাইট প্রস্তুত, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও পরিচালন;

(ঢ) সরকারি ক্রয়, ব্যবহার অনুপযোগী সরকারি সম্পদ নিষ্পত্তি ও e-GP সিস্টেম সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির সামর্থ্য উন্নয়নে (Capacity Development) পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ণ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারি ক্রয় ও e-GP সিস্টেম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি, পেশাদারিত্বের মান নির্ধারণ, দক্ষতা যাচাইকরন, পরীক্ষা গ্রহণ, পেশাগত সনদ প্রদান ও প্রয়োজনে প্রত্যাহার; চলমান ভিত্তিতে উক্ত মান নিয়ন্ত্রণ ও সনদ নবায়ন, এবং উক্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে অন্যান্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রদান;

(ত) সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ হইতে অযোগ্য ঘোষিত ব্যক্তিসমূহের তালিকা প্রস্তুত, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করা;

(থ) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে বিশ্লেষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা;

(দ) বিপিপিএ-এর বিবেচনা অনুযায়ী, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া চলাকালীন অথবা সমাপ্ত হইবার পর, সময় সময় ক্রয়কারি কর্তৃক সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইনসমূহ পরিপালন নিরীক্ষা এবং ক্রয়োত্তর পর্যালোচনা;

(ধ) ক্রয় সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিশেষজ্ঞ ও বিরোধ নিস্পত্তিকারকের তালিকা প্রস্তুত এবং সংরক্ষণ;

(ন) রিভিউ প্যানেলকে সহায়তা প্রদান;

(প) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলী প্রতিপালন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি; এবং

(ফ) সরকারি ক্রয় এবং e-GP সিস্টেম সংক্রান্ত দেশ বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান ও গ্রহণ, আয়োজন ও সমন্বয়।

(২) বিপিপিএ সরকার কর্তৃক অর্পিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলিও সম্পাদন করিবে।

১০। **বিপিপিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ঃ-**

(১) বিপিপিএ-এর একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান থাকিবেন যিনি উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মচারি হইবেন।

(২) বিপিপিএ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান হইবেন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সরকারি ক্রয় বিষয়ে অভিজ্ঞ অন্যূন অতিরিক্ত সচিব বা সমপদমর্যাদার একজন কর্মচারি, এবং তাহার মর্যাদা, চাকুরীর শর্তাবলী ও চাকুরীর মেয়াদ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) নির্বাহী চেয়ারম্যান বিপিপিএ-এর সার্বক্ষণিক কর্মচারি হইবেন, এবং এই আইনের দ্বারা নির্ধারিত বিপিপিএ-এর ক্ষমতা, পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে ও তত্ত্বাবধানে, তিনি প্রয়োগ করিবেন।

(৪) নির্বাহী চেয়ারম্যান পরিচালনা পরিষদের নিকট বিপিপিএ-এর সকল কর্মকান্ডের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৫) নির্বাহী চেয়ারম্যান অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাজনিত বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, উক্ত পদে তিনি স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্য কোন কর্মচারি নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসাবে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। **বিপিপিএ-এর কর্মচারি ঃ-** (১) বিপিপিএ উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এবং প্রয়োজনবোধে সময় সময় প্রদত্ত পরিচালনা পরিষদের আদেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের বেতন ও চাকুরির শর্তাবলি, ইত্যাদি প্রবিধান দ্বারা অথবা প্রয়োজনবোধে পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(২) বিপিপিএ-এর কর্মচারিগণ প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি বলিয়া গন্য হইবেন।

(৩)বিপিপিএ প্রয়োজনবোধে পরিচালনা পরিষদের সাধারণ বা বিশেষ অনুমোদনক্রমে পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের পারিশ্রমিক, ভাতা ও নিয়োগের শর্তাবলী পরিচালনা পরিষদের অনুমোদন অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

১২। **ক্ষমতা অর্পণ** - পরিচালনা পরিষদ, লিখিত আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত শর্তাধীনে, নির্বাহী চেয়ারম্যান, অথবা নির্বাহী চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে বিপিপিএ-এর যে কোন কর্মচারিকে উহার যে কোন ক্ষমতা অর্পন করিতে পারিবে।

১৩। **কমিটি গঠন-** পরিচালনা পরিষদ প্রয়োজনবোধে উহার কার্য সম্পাদনের সুবিধার্থে সময় সময় এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে। প্রয়োজনবোধে উক্ত যে কোন কমিটিতে পরিচালনা পরিষদের সদস্য ব্যতীত বিপিপিএ-এর কর্মচারি, ও বিপিপিএ-এর বাহিরের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

নথিপত্র তলবের ক্ষমতা

১৪। নথিপত্র তলবের ক্ষমতা ঃ- এই আইনের অন্যত্র প্রদত্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত, বিপিপিএ-এর নিম্নবর্ণিত অধিকতর ক্ষমতা থাকিবে; যথাঃ-

(ক) যে সকল ক্রয়কারির উপর পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ প্রযোজ্য উহাদের নিকট হইতে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য, দলিলাদি ও নথিপত্র তলব;

(খ) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইনসমূহ পরিপালন নিশ্চিতকল্পে উক্ত তথ্য, দলিলাদি ও নথিপত্র পরিদর্শন ও পর্যালোচনা;

(গ) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উক্ত আইন ও নিয়মাবলি পালনে কোন ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হইলে উহা সংশোধনকল্পে কোন ক্রয়কারিকে ক্রয় প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন বা সংশোধন করার পরামর্শ ও সুপারিশ বা প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনা প্রদান।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবিধ

১৫। **তহবিল, ইত্যাদি ঃ-**

(১) বিপিপিএ-এর একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস্য হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথাঃ-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) বিদেশী সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ;

(ঙ) এই আইনের অধীনে আদায়কৃত বিক্রয়মূল্য, সার্ভিস চার্জ ও ফি সহ বিপিপিএ-এর নিজস্ব আয়; এবং

(চ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ পরিচালনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিতে হইবে।

(৪) এই আইনের অধীন সম্পাদিত কোন কার্য সংক্রান্ত ব্যয়সহ অন্যান্য সকল দায় উক্ত তহবিল হইতে নির্বাহ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No.127 of 1972) এর Article-2 (J) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

১৬। **বার্ষিক বাজেট বিবরণী**।- বিপিপিএ প্রতিবছর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে বিপিপিএ-এর কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১৭। **হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা ঃ-**

(১) বিপিপিএ যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) প্রত্যেক অর্থ-বছর শেষ হইবার পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে নির্বাহী চেয়ারম্যান বিপিপিএ-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা রিপোর্ট পরিচালনা পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিবেন।

১৮। **বার্ষিক প্রতিবেদন, ইত্যাদি**।-বিপিপিএ প্রতি অর্থ-বছরে উহার সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন উক্ত অর্থ-বছর সমাপ্তির ১২০ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

১৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা :**

১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বিধি প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত সরকার, প্রয়োজনে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিপিপিএ, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **সরকারি কর্মচারি**। - এই আইনের বিধানাবলি বা উহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান অনুসারে কার্য-সম্পাদনকালে বা কার্যসম্পাদনের অভিপ্রায়কালে নির্বাহী চেয়ারম্যান, কর্মচারিগণ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর Section 21 অনুযায়ী সরকারি কর্মচারি বলিয়া গণ্য হইবেন।

২২। **অসুবিধা দূরীকরণ**।– এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধিমালার অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা সৃষ্টি হইলে, বিপিপিএ, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধি বা প্রবিধির স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা জারী করিতে পারিবে।

২৩। **বিদ্যমান সিপিটিইউ বিলোপ ও উহার পরিসম্পদাদি হস্তান্তর**। - এই আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এবং এতদসংক্রান্ত সকল দলিলাদিতে CPTU/Central Procurement Technical Unit/সিপিটিইউ/সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট শব্দসমূহ বিপিপিএ শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) বিদ্যমান সিপিটিইউ বিলুপ্ত হইবে এবং উহার সকল ক্ষমতা, কার্যাবলি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, e-GP সিস্টেমসহ, বিপিপিএ-এর নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(গ) সিপিটিইউ-এ কার্যরত সকল কর্মচারি এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখ হইতে সরকারি চাকুরির সকল অধিকার ও সুবিধাসহ বিপিপিএ-এর কর্মচারি বিবেচিত হইবেন এবং তাহাদের চাকুরির শর্তাবলি এই আইনের বিধানাবলি অনুযায়ী নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত একই শর্তে বিপিপিএ-এর চাকুরিতে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হিসাবে নিয়োজিত থাকিবেন।

(ঘ) উপধারা (গ) তে উল্লেখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ বিপিপিএ-এর চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিতে না চাহিলে তিনি এই আইন বলবৎ হইবার ছয় (৬) মাসের মধ্যে লিখিতভাবে নির্বাহী চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবেন এবং তাহার ক্ষেত্রে এই আইন বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে তাহার প্রতি প্রযোজ্য সরকারি চাকুরির সকল বিধান, জেষ্ঠতা, ধারাবাহিকতা, শর্তাবলি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পূর্ববৎ বহাল থাকিবে।

(ঙ) সিপিটিইউতে, কর্মরত এমন অন্যান্য সকল কর্মচারি যাহাদের উপর উপ-ধারা (গ) প্রযোজ্য নহে, তাহারা বিপিপিএ-র অধীন চাকুরিতে প্রেষণে যোগদান করিতে পারিবেন।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**। -সিপিটিইউ এর বিলুপ্তি এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এ আনুসাঙ্গিক সংশোধন সত্ত্বেও বিলুপ্ত সিপিটিইউ কর্তৃক অথবা সংশোধন পূর্ব ক্রয়-সংক্রান্ত আইন সমূহের অধীনে গৃহিত সকল কার্যধারা বিপিপিএ কর্তৃক অথবা সংশোধিত উক্ত আইন সমূহের অধীনে গৃহিত হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে, এবং অনিষ্পন্ন কার্যধারা এমন ভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন সিপিটিইউ বিলুপ্ত হয় নাই বা উক্ত আইনসমূহ সংশোধিত হয় নাই।

২৫। **গোপনীয়তা** - এই আইন বা তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০ নং আইন) এ ভিন্নতর কিছু না থাকিলে বিপিপিএ এবং উহার সকল কর্মচারি কর্মসূত্রে প্রাপ্ত ক্রয় সংক্রান্ত

সকল তথ্য নথিপত্র দলিল, উপাত্ত ইত্যাদি ও এতদসংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করিবে।

২৬। **পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর সংশোধন।** - পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ –এর ধারা-৯, ১২ (১), ২২, ধারা-৩০ (৩) ও ৪০ (৪) (খ) - এ উল্লিখিত "সরকার" শব্দটি "বিপিপিএ" শব্দটি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। **ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।** –

১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার পর, বিপিপিএ, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা তদধীন প্রণীত যে কোন বিধি বা প্রবিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।